১

সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত
The Sociological Perspective

সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক প্রপঞ্চ-সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সমাজের মত বিশাল এবং ব্যাপক। এই অর্থে সমাজবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা পরিসর উল্লেখ করা কঠিন। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা দৃষ্টি প্রদান করে থাকেন সমাজবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের উপর।এই দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ব্যক্তি, জীবন এবং অভিজ্ঞতাকে গোষ্ঠী বা সমাজের পটভূমিতে রেখে বিশ্লেষণ করে। সমাজবিজ্ঞান সামাজিক সম্পর্ককে অনুধাবন, পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করে।

সমাজ নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ফরাসী ও শিল্প বিপ্লব। এ দু'টি বিপ্লবের দ্বারা আলোড়িত চার প্রখ্যাত সমাজচিন্তাবিদরা হলেন অগুস্ত্ কঁৎ, হাবার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ ও ম্যাক্স ভেবার। তাঁরা সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে। অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও রোগের সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি এর অন্তর্ভূক্ত।

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা করে বলে সমাজবিজ্ঞানের সাথে এ সকল শাখার রয়েছে সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা উভয়ই।

সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন পদ্ধতি। তার মধ্যে জরিপ Survey, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ Participant Observation ও অন্যান্য গুণগত পদ্ধতি বা কৌশল রয়েছে।

মূলত: এ সকল বিষয় নিয়েই ইউনিট-১ এ আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- *পাঠ-১ : সমাজবিজ্ঞান : ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি*
- *পাঠ-২ : সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ*
- *পাঠ-৩ : সমাজবিজ্ঞানের পরিধি*
- *পাঠ-৪ : সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক*
- *পাঠ-৫ : সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি*
- *পাঠ-৬: সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়সমূহ*

পাঠ-১

সমাজবিজ্ঞান : ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Sociology : Concept, Definition and Nature

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সমাজবিজ্ঞানের ধারণা*
- *সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি*
- *সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কি না*

ভূমিকা

এক নতুন সহস্রকের শুরুতে এসে আমরা লক্ষ্য করছি সমাজ ও সংস্কৃতির দ্রুত এবং বিস্ময়কর পরিবর্তন। আগামী বিশ, ত্রিশ বা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আমাদের চেনা জগতের চেহারা কেমন দাঁড়াবে তা আঁচ করা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। সমাজে যখন দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, চেনা জগৎ যখন পাল্টে যেতে থাকে, তখন মানুষের মনে জন্ম নেয় নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন। কি ঘটছে? কেন ঘটছে? ভবিষ্যতে কি ঘটবে? কেন পরিবার ভেঙ্গে পড়ছে? কেন নৃশংসতা বেড়ে যাচ্ছে? কেন বিপ্লব ঘটে? আগামী পঞ্চাশ অথবা একশ বছর পরে কি হবে আমাদের জীবন যাত্রার ছক? কি হলে আমরা একটি বসবাসযোগ্য সমাজ গড়ে তুলতে পারবো? নিজেকে নিয়ে, চারপাশের জনগোষ্ঠী নিয়ে, সমাজ জীবন নিয়ে মানুষের এসব প্রশ্ন নতুন নয়। এটি মানব ইতিহাসের মত পুরানো। তবু ইতিহাসের অধিকাংশ সময় ধরে মানুষ শুনে এসেছে সমাজ প্রকৃতির মত, সমাজকে বদল করা যায় না। সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো চিরকালের, সমাজের মূল্যবোধ শাশ্বত, মানুষকে নত হয়ে থাকতে হবে শাসকের রক্ত চোখের কাছে। মানুষ যে এ বিধানকে খুব মেনে নিয়েছে তা নয়। মানুষ সব সময় নিজেকে বদল করেছে। কখনও অতি ধীর তার গতি, কখনও দ্রুত।

ইতিহাসের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষ ক্রমশ: সচেতন হয়েছে, নিজের সবল হাতে সমাজের প্রতিষ্ঠানকে ভেঙ্গেছে, নিয়মকে গুড়িয়ে দিয়েছে। মানুষ দ্রোহী হয়েছে।

মানুষ কিভাবে তার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে গড়ে তোলে, কিভাবে তার বদল হয়, কিভাবে মানুষ সমাজ পরিবর্তনের নানা পালা বদলের দ্বারা আন্দোলিত হয়- এই কাহিনীকে সমাজবিজ্ঞান তুলে ধরে- বিবরণে, সংখ্যায় এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

সমাজবিজ্ঞান স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ঊনবিংশ শতকে। অগ্যুস্ত্ কঁৎ [প্রচলিত কিছু বাংলা বইতে নামটি অগাষ্ট কোঁত হিসাবে উল্লেখ রয়েছে] কর্তৃক প্রথম ব্যবহৃত 'Sociology' প্রত্যয়টি এসেছে ল্যাটিন 'Socious' ও গ্রীক 'Logos' নামক দু'টি শব্দ থেকে যার

শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় সমাজের বিজ্ঞান Science of Society। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার Max Weber সমাজবিজ্ঞানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এখনও গুরুত্ব বহন করে। তাঁর মতে, সমাজবিজ্ঞান

"is a science which attempts at interpretative understanding of social action in order to arrive at a causal explanation of its course and effects."

[সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে] "এমন একটি বিজ্ঞান যা সামাজিক কাজের মন্যয়গত অনুধাবনের চেষ্টা করে যাতে করে সামাজিক কাজের গতি এবং ফলাফলের কারণভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়।"

সামাজিক বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী স্মেলসার Neil J. Smelser,1992 সমাজবিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেন সামাজিক সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিজ্ঞানসম্মত পাঠ হিসাবে । এই সংজ্ঞাটি ব্যাপক। সামাজিক বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।

মানুষ সামাজিক বিশ্বে বসবাস করে– এ ধারণা বা দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজবিজ্ঞানের সূচনা। এই সংজ্ঞায় দু'টি বৈশিষ্ট্য যোগ করা প্রয়োজন।

- ❑ সমাজবিজ্ঞান জটিল সমাজ-কৃষক বা আধুনিক সমাজকে অধ্যয়ন করে।
- ❑ সামাজিক প্রপঞ্চের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে অধ্যয়নের জন্য সমাজবিজ্ঞান স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে।

বর্তমান যুগের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এন্থনি গিডেন্স Anthony Giddens, ১৯৯২ এর মতে,

"Sociology is the systematic (or planned and organised) study of human groups and social life in modern societies. It is concerned with the study of social institution."

"আধুনিক সমাজের মানবগোষ্ঠী এবং সামাজিক জীবনের নিয়মতান্ত্রিক (অথবা পরিকল্পিত ও সুবিন্যাস্ত) চর্চা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান।"

"আধুনিক সমাজের মানবগোষ্ঠী এবংসামাজিক জীবনের নিয়মভিত্তিক (অথবা পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত) চর্চা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান।"

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন: পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে কাজ করে এবং একে অপরকে সম্পর্কিত করে তা সমাজবিজ্ঞান বোঝার চেষ্টা করে বলে গিডেন্স মতামত ব্যক্ত করেন।

সমাজবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান?

সমাজবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান? এ প্রশ্ন নিয়ে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম থেকেই বিতর্ক চলে আসছে। অনেকে মনে করেন সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত খাঁটি বিজ্ঞান নয়, কেননা সমাজবিজ্ঞানে সত্যিকার অর্থে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই। আবার অনেকে মনে করেন সমাজবিজ্ঞান একটি যথার্থ বিজ্ঞান। বিষয়বস্তুর ভিন্নতার জন্য তার তত্ত্বের প্রকৃতি ভিন্ন।

বিতর্কটিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদের জানা দরকার বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাংক Max Planck একবার বিজ্ঞান সম্পর্কে

বলতে যেয়ে বলেছিলেন বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে বস্তুগত বিশ্বকে বর্ণনা করা এবং এর অংশ গুলোর মধ্যে ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিবৃত করা।

বিজ্ঞান বিরাজমান বিশ্ব সম্পর্কে জানার জন্য পদ্ধতি তৈরি করে যার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ এবং সংখ্যায়ণ সম্ভব হয়। বিজ্ঞান যে তথ্য এবং বিবরণ সংগ্রহ করে তাকে তত্ত্বের আকারে, বিশেষ করে সর্বজনীন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্বের আকারে তুলে ধরে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সর্বজনীন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব প্রধানত: পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এমনকি জীববিজ্ঞানেও সর্বজনীন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব নেই। ডারউইনের তত্ত্বে বিবর্তন কেন ঘটে তা অস্পষ্ট, কোন প্রজাতির বিবর্তন কখন ঘটবে তা অজ্ঞাত। এই তত্ত্বে ভবিষ্যৎদ্বানীর সুযোগ নেই, ফলে তা সর্বজনীন নয়।

সমাজবিজ্ঞান শুরু থেকে প্রধানত: প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নকশাকে অনুসরণ করে এসেছে। তবে অনেকেই এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অনুসরণ করতে যেয়ে সমাজবিজ্ঞান দু'টি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ বস্তু নয়। মানুষকে চর্চা করতে যেয়ে আমরা তার কাছ থেকেই জানার চেষ্টা করি। কিন্তু মানুষের মনোভাব এবং আচরণ এক নয়। মানুষ তার আচরণকে বদলে ফেলে। ফলে মানুষের সামাজিক জীবনকে চর্চা করার ক্ষেত্রে নানা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সমস্যা রয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যাটি আরো মৌলিক। কোন পরিবর্তনশীল মুক্ত ব্যবস্থা Open System সম্পর্কে সর্বজনীন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব নির্মাণ করা যায় না। এটি অনেক জটিল এবং এর ভবিষ্যৎ গতিশীলতা আগে অনুমানযোগ্য নয়।

সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সামাজিক বিশ্ব এবং তার উপপাদ্যগুলির ভিতরকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে।

-এ দু'টি সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সামাজিক বিশ্ব এবং তার উপাদানগুলোর ভিতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে।

সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত বৈজ্ঞানিক। এটি সামাজিক প্রপঞ্চের নিয়মভিত্তিক জ্ঞানাধার যার ভিত্তি বিভিন্ন গবেষণা থেকে পাওয়া উপাত্ত এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় এটি প্রত্যয় গঠন, তত্ত্বের পরিমাপ, অনুধাবন এবং সামাজিক আচরণ বা সামাজিক প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করে।

সমাজবিজ্ঞান আধুনিক বা শিল্পায়িত সমাজকে অধ্যয়ন করে থাকে। কেননা শিল্প সমাজের প্রেক্ষাপটেই এর উদ্ভব ও বিকাশ হয়। তবে উন্নয়নশীল বিশ্বের সমাজ অধ্যয়নে এটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সারাংশ

সমাজ জীবন নিয়ে মানুষের প্রশ্ন নতুন নয়। এটি মানব ইতিহাসের ন্যায় পুরানো। ইতিহাসের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুষ ক্রমশ: হয়েছে সচেতন, নিজের সবল হাতে ভেঙ্গেছে সমাজের প্রতিষ্ঠান, গুড়িয়ে দিয়েছে নিয়মকে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে মানুষ কিভাবে গড়ে তোলে, কিভাবে তার বদল হয়, কিভাবে তার সমাজ পরিবর্তনের পালাবদলের দ্বারা আন্দোলিত হয় তা সমাজবিজ্ঞান তুলে ধরে বিবরণে, সংখ্যায় এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে।

সাধারণত: সমাজের বিজ্ঞানকে বলা হয় সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানকে দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার সমাজবিজ্ঞানকে দেখেন এমন একটি বিজ্ঞান হিসাবে যা সামাজিক কাজের মন্ময়গত অনুধাবনের চেষ্টা করে যাতে করে কাজের গতি এবং ফলাফলের কারণভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। সমাজবিজ্ঞান মূলত: সামাজিক প্রপঞ্চের নিয়মভিত্তিক জ্ঞানধার যা প্রত্যয় গঠন, তত্ত্বের পরিমাপ, অনুধাবন এবং সামাজিক আচরণ বা সামাজিক প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করে।

সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা -এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে সমাজবিজ্ঞানের জন্মলগ্ন থেকেই। বিতর্কটিকে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে হলে বুঝতে হবে বিজ্ঞান কি। বিজ্ঞান বিরাজমান বিশ্ব সম্পর্কে জানার প্রয়াসে তৈরি করে পদ্ধতি যার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও সংখ্যায়ণ হয় সম্ভব। এটি তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ করে তত্ত্বের আকারে, বিশেষ করে সর্বজনীন তত্ত্বের আকারে। তবে সর্বজনীন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব মূলত: পদার্থ ও রসায়নবিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ। সমাজবিজ্ঞান শুরু থেকেই অনুসরণ করে আসছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নকশাকে। এ ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানকে সম্মুখীন হতে হয়েছে দু'টি জটিলতর সমস্যার। মানুষ কোন বস্তু নয়। তার মনোভাব ও আচরণ এক নয়। ফলে মানুষের সামাজিক জীবনকে চর্চা করার ক্ষেত্রে রয়েছে নানা জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা। তাছাড়া কোন পরিবর্তনশীল মুক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বজনীন ব্যাখ্যামূলক তত্ত্ব নির্মাণ সম্ভব নয়। এ দু'টি সীমাবদ্ধতা থাকলেও, সমাজবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞান যা অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সামাজিক বিশ্ব ও তার উপাদানগুলোর ভিতরকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য বিবরণ ও বিশ্লেষণ তুলে ধরে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'Sociology' প্রত্যয়টিকে কে প্রথম ব্যবহার করেন?
   ক. স্যাঁ সিমঁ খ. অগুস্ত্ কঁৎ
   গ. জর্জ সিমেল ঘ. হাবার্ট স্পেনসর

২. 'Socious' শব্দটি কোন ভাষার শব্দ ?
   ক. ইংরেজী খ. জার্মান
   গ. ল্যাটিন ঘ. ফ্রেঞ্চ

৩. 'মানবগোষ্ঠী ও বর্তমান সমাজে সামাজিক জীবনের নিয়মভিত্তিক (অথবা পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ) অধ্যয়ন হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান।" উক্তিটি কে করেন?
   ক. ম্যাক্স ভেবার খ. নেইল জে স্মেলসার
   গ. এন্থনি গিডেন্স ঘ. পিটার অরস্লি

৪. নিচের কোন বিজ্ঞানটি সামাজিক প্রপঞ্চের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে অধ্যয়নের জন্য স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে?
   ক. নৃবিজ্ঞান খ. পদার্থ বিজ্ঞান
   গ. ভৌত বিজ্ঞান ঘ. সমাজবিজ্ঞান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞান বলতে কি বোঝেন ?
২. কি সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ? আলোচনা করুন।
২. সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিন ও এর প্রকৃতির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করুন।

পাঠ-২

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ
Development of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন–

- *সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে ফরাসী ও শিল্প বিপ্লবের ভূমিকা*
- *সমাজবিজ্ঞানে অগুস্ত্ কঁৎ, হার্বার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ ও ম্যাক্স ভেবারের অবদান*
- *ক্রিয়াবাদ, দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব ও প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ সম্পর্কে ধারণা*

ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাদি ও অভিজ্ঞতা এবং বসবাসের ঐতিহাসিক সময়কালকে জানতে হলে আমাদের অবশ্যই সামাজিক সময়ে বিকশিত সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তিকে চিহ্নিত করতে হবে। সমাজ নিয়ে মানুষের চিন্তা মানুষের সমাজের মতই প্রাচীন। তবুও সমাজ চিন্তার কথা এলেই আমরা স্মরণ করি গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, এ্যারিষ্টোটলের কথা। তাঁরা ছিলেন মূলত: দার্শনিক। সমাজ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবে ইউরোপের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্তি কাল Enlightenment বিশেষ ভূমিকা রাখে।ভিকো Giovanni Battista Vico (১৬৮৮-১৭৪৪), মঁতেস্কিয়্য Charles de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu (১৬৮৯-১৭৫৫), ডেভিড হিউম David Hume(১৭১১-১৭৭৬), এ্যাডাম ফার্গুসন Adam Ferguson (১৭২৩-১৮১৬) ও জন মিলার John Millar (১৭৩৫-১৮০১) সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের সূচনা করেন। এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান দু'জন ফরাসী চিন্তাবিদ স্যাঁ সিঁম Saint Simon (১৭৬০-১৮২৫) এবং তকভিল Alexix de Tocqueville (১৮০৫-১৮৫৯)।

এ ক্ষেত্রে দু'টি বিপ্লব খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লব French Revolution ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে ইউরোপে পুরানো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান সূচনা করেছিল। ফরাসী বিপ্লব জাতি-রাষ্ট্র গঠন ও গণতন্ত্রের বিকাশের প্রতীক। কিন্তু এই বিপ্লব সমকালীন চিন্তাবিদদের মনে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শিল্প বিপ্লব Industrial Revolution (১৭৬০-১৮৫০) মানুষের জীবনে নিয়ে এল আমূল পরিবর্তন। জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রপট হয়ে পড়ল নগর ও শিল্প। শত শত বছর ধরে চলে আসা গ্রামীণ জীবন ভেঙ্গে পড়ল। নগর জীবনে সৃষ্ট হল দারিদ্র্য এবং চূর্ণ সমাজ জীবন। উদ্বিগ্ন হলেন চিন্তাবিদরা।

এই সামাজিক পটভূমিতেই সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব। যে চারজন চিন্তাবিদ সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের সাথে জড়িত তাঁরা সবাই আলোড়িত হয়েছিলেন এ দু'টি বিপ্লবের দ্বারা। এই চার জন চিন্তাবিদ হলেন- অগ্যুস্ত্ কঁৎ, হাবার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ [প্রচলিত কিছু বাংলা বইতে নামটি এমিল ডুর্খীম হিসাবে উলে-খ রয়েছে] ও ম্যাক্স ভেবার।

অগ্যুস্ত্ কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭)

ফরাসী চিন্তাবিদ অগ্যুস্ত্ কঁৎকে Auguste Comte সাধারণত: সমাজবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনিই প্রথম 'সোসিওলজি' 'Sociology' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন ১৮৩৮। সোসিওলজি শব্দটি প্রথম ব্যবহারের তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। জর্জ রিটজার তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'Sociological Theory' গ্রন্থে তারিখটি উল্লেখ করেছেন ১৮২২ সালে। তবে সর্বশেষ গবেষণা থেকে জানা যায় এটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ১৮৩৮ সালে। তিনি সামাজিক স্থিতিশীলতা Social Statics এবং সামাজিক গতিশীলতা Social Dynamics নামে দু'ভাগে বিভক্ত করেন সমাজবিজ্ঞানকে। এ দু'টো প্রত্যয় সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে একটি মৌলিক শ্রেণীকরণ প্রদান করে। সামাজিক স্থিতিশীলতা পরিবার, অর্থনীতি, রাজনীতির মত বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে এ সকল প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যয়ন।

কোঁত মনে করতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানকেও একইভাবে অধ্যয়ন করা যায়।

সামাজিক স্থিতিশীলতা যেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্ককে দেখে সেখানে সামাজিক গতিশীলতা সমগ্র সমাজকে একক হিসাবে বর্ণনা করে এবং কিভাবে সমাজের পরিবর্তনে এগুলোর উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটে তা নির্দেশ করে।

কঁৎ সমাজ ও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশকে দেখেছেন তিনটি স্তরে যা 'Law of Three Stages' বা 'এয়স্তরী সূত্র' নামে পরিচিত। স্তর তিনটি হচ্ছে: ধর্মতত্ত্বীয় পর্যায় Theological Stage, পরাদার্শনিক পর্যায় Metaphysical Stage এবং দৃষ্টবাদী পর্যায় Positive Stage।

কঁৎ মনে করতেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানকেও একইভাবে অধ্যয়ন করা যায়। কঁৎ-এর বিজ্ঞানসম্মত 'দৃষ্টবাদ' 'Positivism' সমাজবিজ্ঞানকে খাঁটি বিজ্ঞান হিসাবে চিহ্নিত করেন।

তাঁর মতে সমাজের বিবর্তন হয়েছে অজৈব Inorganic এবং তা থেকে অধি-জৈবিক Super Organic স্তরে।

হাবার্ট স্পেনসর (১৮২০-১৯০৩)

সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে ইংরেজ চিন্তাবিদ হাবার্ট স্পেনসর Herbert Spencer একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কঁৎ-এর ন্যায় তিনি ও বিবর্তনবাদী চিন্তা থেকে সমাজকে বিশে-ষণ করেছেন। একই সাথে তিনি ক্রিয়াবাদীও ছিলেন। তাঁর মতে সমাজের বিবর্তন হয়েছে অজৈব Inorganic থেকে জৈব Organic এবং তা থেকে অধি-জৈবিক Super Organic স্তরে। পরিবার, রাজনীতি, ধর্ম, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প বা কর্ম ইত্যাদি হল সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র। 'Social Statics' (১৮৫১), First Principles (১৮৬২), The Study of Sociology (১৮৭৩) হল তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থ।

এমিল দুরক্যাঁ (১৮৫৮-১৯১৭)

সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক।

ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ Emile Durkheim সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম জনক। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য কিভাবে ব্যবহার ও সমন্বয় করা যায় তার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন।

দুরক্যাঁ -এর মূল বক্তব্য হচ্ছে ব্যক্তি গোষ্ঠীচেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দৃষ্টিপাত করেছিলেন সামাজিক সংহতি ও তার পরিবর্তনশীল রূপের উপর। তাঁর মতে গোষ্ঠীচৈতন্যএবং গোষ্ঠীচৈতন্য দ্বারা প্রভাবিত সমস্ত প্রপঞ্চ হচ্ছে সামাজিক ঘটনা Social Facts। সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব নির্মিত হয় সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ম্যাক্স ভেবার (১৮৬৪-১৯২০)

জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার Max Weber সমকালীন সমাজবিজ্ঞানের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন ধনতন্ত্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত তত্ত্বের জন্য যা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতির জন্য প্রত্যয় নির্মাণের উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন শুদ্ধ জাতিরূপের Ideal Type ধারণা। আদর্শ কৃপণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মধ্যে কৃপণের সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা বাস্তবে কখনও দেখা যায় না। কিন্তু আদর্শ কৃপণের ধারণা আমাদের বিরাজমান কৃপণতাকে বুঝতে সাহায্য করে। ম্যাক্স ভেবারের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ধারণা [অন্যত্র আলোচিত হয়েছে] এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক মতবাদগুলিকে অনেক সময় প্যারাডাইম Paradigm বলা হয়।

সমাজবিজ্ঞানের শুরু দীর্ঘ হলেও তার বিকাশ ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে। ১৯৫০ সালে ইংল্যান্ডে মাত্র ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে ডিগ্রী প্রদান করা হত। এখন বৃটেনে 'এ' লেভেল পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান দ্বিতীয় জনপ্রিয় বিষয়। ১৯২০ এর দশক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ কিছুটা দ্রুত গতিতে ঘটতে থাকলেও এর ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায় ১৯৬০ এর দশকে। গত চল্লিশ বছরে সমাজবিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা বিস্তৃত হয়েছে সারা বিশ্বে।

জন্মলগ্ন থেকেই সমাজবিজ্ঞানে ছিল নানা দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা। এগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ হিসাবে গড়ে ওঠে। সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক মতবাদগুলোকে অনেক সময় প্যারাডাইম Paradigm বলা হয়। সমাজবিজ্ঞানে এমন বেশ কয়েকটি প্যারাডাইম রয়েছে।

ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানিরা দেখতে চান সমাজ কিভাবে টিকে থাকে বা সমাজে নিয়ম কিভাবে সৃষ্টি হয়, সমাজ কিবাবে এক ভারসাম্য অবস্তা থেকে অন্য ভারসাম্যমূলক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়।

ক্রিয়াবাদ Functionalism

ক্রিয়াবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন হাবার্ট স্পেনসর (১৮২০-১৯০৩) এবং এমিল দুরক্যাঁ (১৮৫৮-১৯১৭)। স্পেনসর মনে করতেন সমাজ জীবদেহের মত। সমাজের অংশগুলো সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য সমন্বিতভাবে কাজ করে। দুরক্যাঁ ও সামাজিক সংহতি কিভাবে তৈরী হয় তা বিশ্লেষণ করেছিলেন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে ক্রিয়াবাদ বা কাঠামোবাদী-ক্রিয়াবাদের Structural-Functionalism ভাবনা নির্মাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যালকট পার্সনস্ Talcott Parsons এবং রবার্ট মার্টন Robert Merton সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ক্রিয়াবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা দেখতে চান সমাজ কিভাবে টিকে থাকে বা সমাজে নিয়ম কিভাবে সৃষ্টি হয়, সমাজ কিভাবে এক ভারসাম্য অবস্থা থেকে অন্য ভারসাম্যমূলক অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। এই প্যারাডাইমে দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করা হয়। উপেক্ষা করা হয় সামাজিক বিভাজনকে।

দ্বন্দ্বমুলক তত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সামাজিক অসমতা এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠী সম্পদের মালিকানা ও অধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তার উপর।

দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব Conflict Theory

কার্ল মার্কস্ -এর চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করা হয় সামাজিক অসমতা এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী সম্পদের মালিকানা ও অধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয় তার উপর। দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিকোণে নানা তত্ত্ব বা মতবাদ রয়েছে। তবে এর সাধারণ

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমাজে দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্বে আরো বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কেন সমাজে বিপ্লব ঘটেনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয় সমাজ টিকে থাকে শক্তিমানের শক্তি প্রয়োগ ও ভাবাদর্শের চাপে। ক্ষমতা প্রতিবাদকে শমিত করে রাখে। আর ভাবাদর্শ শোষণকে সহনীয় করে রাখে। ফলে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলতে সব সময় উদ্যোগী হয় না।

প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ Symbolic Interactionism

জর্জ হাবার্ট মিড Gearge Herbert Meadএর চিন্তার ফলশ্রুতি এই দৃষ্টিকোণটি ব্যক্তি সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতার উপর জোর দেয়।

প্রতীকি মিথস্ক্রিয়াবাদ একটি মাইক্রো তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিকাশ লাভ করেছিল। জর্জ হাবার্ট মিড George Herbert Mead এর চিন্তার ফলশ্রুতি এই দৃষ্টিকোণটি ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতার উপর জোর দেয়। প্রতীকের ব্যবহার মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করে দিয়েছে এবং মানুষকে সমাজ জীবন নির্মাণ করার হাতিয়ার দিয়েছে। সমাজ জীবনে আমরা প্রতীকের মাধ্যমে যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়া করি। এই মিথস্ক্রিয়া ও সামাজিকীরণের ফলে আমাদের সত্ত্বা Self গড়ে ওঠে। সত্ত্বার তাই দু'টি অংশ: আই i এবং মী me। আই নিজস্ব সত্ত্বা এবং মী হচ্ছে অন্যের প্রভাবে সৃষ্ট সত্ত্বা বা সামাজিক সত্ত্বা। ফলে মানুষ একই সাথে ব্যক্তি এবং সামাজিক মানুষ- সৃজনশীল এবং সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক মানুষ।

এই তিনটি প্রধান প্যারাডাইম ছাড়াও সমাজবিজ্ঞানে আরো কয়েকটি বেশ জটিল প্যারাডাইম রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিনিময় তত্ত্ব Exchange Theory, যুক্তিভিত্তিক পছন্দ তত্ত্ব Rational Choice Theory, প্রপঞ্চবাদ Phenomenology, কাঠামোবাদ Structuralism, উত্তর-কাঠামোবাদ Post-Structuralism, উত্তর- আধুনিকতাবাদ Post-Modernism.

সারাংশ

সমাজ নিয়ে মানুষের চিন্তা মানুষের সমাজের মতই প্রাচীন। সমাজ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চিন্তা গুরুত্বপূর্ণ হলেও সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপ্রাপ্তির কালের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। এ ক্ষেত্রে ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লব ও পরবর্তীতে শিল্প বিপ্লব (১৭৬০-১৮৫০) খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফরাসী বিপ্লব জাতি-রাষ্ট্র গঠন ও গণতন্ত্র বিকাশের প্রতীক এবং এটি তৎকালীন চিন্তাবিদদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল প্রচন্ড এক আলোড়ন। আর শিল্পবিপ্লব মানুষের জীবনে নিয়ে এল আমূল পরিবর্তন যেখানে নগর ও শিল্প হল জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু নগর জীবনে দারিদ্র্য ও চূর্ণ সমাজ জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন হলেন চিন্তাবিদরা। এই সামাজিক পটভূমিতে উদ্ভব ঘটে সমাজবিজ্ঞানের।

যে চারজন চিন্তাবিদ সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভবের সাথে জড়িত তাঁরা সকলেই ফরাসী ও শিল্প বিপ্লব দ্বারা হয়েছিলেন আলোড়িত। এই চারজন হলেন যথাক্রমে অগ্যুস্ত্ কঁৎ, হাবার্ট স্পেনসর, এমিল দুরক্যাঁ ও ম্যাক্স ভেবার। অগ্যুস্ত্ কঁৎ-কে বলা হয় সমাজবিজ্ঞানের জনক এবং তিনিই প্রথম 'Sociology' সোসিওলজি প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে বিভক্ত করেন সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক গতিশীলতায়। তিনি মনে করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানকে অধ্যয়ন করা সম্ভব।

কঁৎ-এর ন্যায় ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী হাবার্ট স্পেনসর সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ -এর মতে সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হল ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক। তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য কিভাবে ব্যবহার ও সমন্বয় করা যায় তার ভিত্তি নির্মাণ

করেছেন। সমকালীন সমাজবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার। তিনি সমাজবিজ্ঞানকে চেয়েছিলেন মূল্যবোধ - নিরপেক্ষ বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে।

সমাজবিজ্ঞানে রয়েছে বেশ কিছু প্যারাডাইম। এগুলোর মধ্যে ক্রিয়াবাদ, দ্বন্দ্বমূলক তত্ত্ব ও প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ প্রধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে কোনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল?
   ক. ফরাসী বিপ্লব খ. শিল্প বিপ্লব
   গ. অক্টোবর বিপ্লব ঘ. ক ও খ উভয়ই

২. প্লেটো ও এ্যারিস্টোটল ছিলেন-
   ক. সমাজবিজ্ঞানী খ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
   গ. দার্শনিক ঘ. নৃবিজ্ঞানী

৩. 'ত্রয়স্তরী সূত্র' 'Law of Three Stages' টি কার?
   ক. কার্ল মার্কস্ খ. ম্যাক্স ভেবার
   গ. অ্যাডাম ফার্গুসন ঘ. অগ্যুস্ত্ কঁৎ

৪. হাবার্ট স্পেনসর প্রভাবিত হয়েছিল কোন তত্ত্ব দ্বারা?
   ক. দৃষ্টবাদ খ. জৈব বিবর্তনবাদ
   গ. সর্বপ্রাণবাদ ঘ. সাম্যবাদ

৫. সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুরক্যাঁ সামাজিক সংহতিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
   ক. ২টি খ. ৩টি
   গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৬. কোন সমাজবিজ্ঞানী 'Verstehen' প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন?
   ক. জর্জ সিমেল খ. কার্ল মার্কস্
   গ. ম্যাক্স ভেবার ঘ. ট্যালকট পার্সনস্

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অগ্যুস্ত্ কঁৎ সামাজিক স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতা বলতে কি বুঝিয়েছেন?

২. ক্রিয়াবাদের মূল বক্তব্য কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ কিভাবে ঘটেছে? আলোচনা করুন।

২. সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবের সাথে জড়িত চারজন তাত্ত্বিকের অবদান আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি
Scope of Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সমাজবিজ্ঞানের পরিসর*
- *সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা*

ভূমিকা

সমাজবিজ্ঞানে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবন নিয়ে কিছু মৌল প্রশ্ন তৈরি হয়। সমাজ স্থাপিত প্রকৃতির পরিসরে। প্রকৃতির সাথে সমাজের কি সম্পর্ক ? প্রাকৃতিক সম্পদকে সামাজিক মানুষ কিভাবে ব্যবহার করছে এবং প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কি তা নিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে নানা প্রশ্ন এবং তৈরি হচ্ছে বিশ্লেষণ। একই সাথে মানুষ প্রাণীজগতের অংশ। মানুষের জৈবিক সত্ত্বা সমাজের পরিসরে কিভাবে নতুন করে নির্মিত হয় তাও সমাজবিজ্ঞানের অনিষ্ট বিষয়।

সংস্কৃতি মানুষকে প্রাকৃতিক বিশ্ব থেকে আলাদা করেছে। সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ হিসাবে নির্মাণ করেছে। প্রকৃতি, জৈব সত্ত্বা এবং সংস্কৃতি এই ত্রিভূজের মধ্যে স্থাপিত সমাজ। ফলে সমাজবিজ্ঞানকে এই তিনটি বিষয়য়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে হয়। আধুনিক মানুষ কি প্রচন্ড লোভের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ফেলছে ? জীব জগতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে মানুষ কি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিরাজমান আচরণগত বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে আসতে পেরেছে? প্রায় সর্বজনীন সবলের আধিপত্য। মানুষের ক্ষেত্রেও কি তা সত্যি? মানুষের সমাজে যে স্তরবিন্যাস দেখা যায় তা কি অনিবার্য? নারী-পুরুষের জৈবিক ভিন্নতাকে সমাজ যেভাবে নির্মাণ করে তা সমাজবিজ্ঞানের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে সমাজ বিজ্ঞানে চলছে ব্যাপক গবেষণা।

সমাজবিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্পনা

মিলসের মতে আমাদের ব্যক্তি জীবন এবং সমাজের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ বোঝার জন্য প্রখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী সি. ডব্লু. মিলস্ C.W.Mills যে ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন তা এখনও জনপ্রিয়। তিনি বলেছিলেন সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রয়োজন সমাজবিজ্ঞান-ভিত্তিক কল্পনার বা Sociological Imagination এর। মিলসের মতে আমাদের ব্যক্তি জীবন এবং সমাজের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের জীবন প্রভাবিত হয় সামাজিক শক্তির দ্বারা। যখন একজন মানুষ চাকুরি হারায়, এটি তার ব্যক্তিগত বেদনার বিষয়। এটিকে মনে করা যেতে পারে তার ব্যক্তিগত অক্ষমতার ব্যাপার। কিন্তু কোন দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন চাকুরি হারায়, তখন বোঝা যায় কোন দেশে কর্মসংস্থানের বিষয়টি বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে যুক্ত এবং এটি কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। অনেক কিছু যাকে আমরা ব্যক্তিগত বা নিয়তির ব্যাপার বলে জানি তা তৈরি হয়

সমাজকাঠামোর দ্বারা। যারা গরীব ছাত্র-ছাত্রী তারা স্বাভাবিকভাবে স্কুলে বা কলেজে খারাপ ফল করে। তাদের খারাপ ফলের সমস্যা যুক্ত অর্থনীতি, পরিবার, সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে। সমাজবিজ্ঞান ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা প্রপঞ্চকে বুঝতে চেষ্টা করে বৃহত্তর কাঠামোগত পরিসরে। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি তাই বিস্তারমান। ক্রমশ: সমাজবিজ্ঞান হতে চলেছে বিশ্ব সমাজের বিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানের মৌল দৃষ্টিকোন হচ্ছে ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে চর্চা করা।

সমাজবিজ্ঞান প্রায় সমগ্র মানব সমাজকে অধ্যয়ন করে। ফলে এর পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সমাজবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিসর নেই। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যা চর্চা করা যায় তাই সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানের মৌল দৃষ্টিকোণ হচ্ছে ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে চর্চা করা। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন সাধারণভাবে এটি সত্যি হলেও, বাস্তবে সমাজবিজ্ঞান জটিল আধুনিক বা অধুনায়িত হচ্ছে এমন সমাজের চর্চা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞান আদিম সমাজ নিয়ে গবেষণা করেনা।

সমাজবিজ্ঞানের পরিধি বোঝার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সাধারণ সমাজবিজ্ঞান যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার বিবরণ। সংস্কৃতির অধ্যয়ন সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর পরেই আসে সামাজিক কাঠামো। গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। মানুষের সামাজিক জীবনযাত্রার প্রক্রিয়ায় সামাজিকীকরণ আবশ্যক। সামাজিকীকরণ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তি তৈরী করে দেয়। সমাজ জীবনের অর্থই হচ্ছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। তা সত্ত্বেও সমাজে অপরাধ ও বিচ্যুতি ঘটে থাকে। বিচ্যুতি ও অপরাধকে দমন করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। এ সবই সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

সমাজবিজ্ঞানের জন্ম থেকে তার একটি মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সামজিক পরিবর্তন।।

সামাজিক মানুষ নানা গোষ্ঠী ও শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। এই ভিন্নতা জীবন আচরণের ছক গুলোকে ভিন্ন ভিন্ন করে তোলে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিশ্লেষণ সমাজের এ ভিন্নতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করে।

ছয়টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান- বিবাহ ও পরিবার, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, শিক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য- সমাজ জীবনের গঠনকে তুলে ধরে। এগুলোও সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়।

জনসংখ্যা, নগর জীবন ও সামাজিক আন্দোলন সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। এ বিষয়গুলো নিয়ে সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের জন্ম থেকে তার একটি মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।সাম্প্রতিককালে দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবিজ্ঞান এ পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল অনুধাবনের চেষ্টা করছে।

সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রও হয়েছে বিস্তৃত। বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে। এ সকল শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি বা উদ্ভব হয়েছে কেবল সমাজ অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়াসে।

- **অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান Economic Sociology**

  এটি সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে এখানে অধ্যয়ন করা হয়। শিল্পসমাজে কর্ম, বেকারত্ব ও অবসর -এর উপর এটি আলোকপাত করে থাকে।

- **রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান Political Sociology**

  ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক পটভূমি প্রভৃতি নিয়ে এটি অধ্যয়ন করে।

- **গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞান Media Sociology**
  গণমাধ্যমের সামাজিক ভিত্তি, প্রযুক্তির বিকাশ, বিষয়বস্তুর সামাজিক নির্মাণ, ফলাফলকে গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞানে চর্চা করা হয়। মানুষ কিভাবে গণমাধ্যম ব্যবহার করে এটিও এর বিষয়বস্তু।
- **নগর সমাজবিজ্ঞান Urban Sociology**
  নগর সমাজবিজ্ঞান নগরের সামাজিক সম্পর্ক এবং কাঠামোকে অধ্যয়ন করে। নগরের উদ্ভব, নগরের কাঠামো এবং নগর জীবনের সমস্যা নিয়ে নগর সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে।
- **স্বাস্থ্য ও রোগের সমাজবিজ্ঞান Sociology of Health and Illness**
  সমাজবিজ্ঞানের এ শাখাটি স্বাস্থ্য ও রোগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক, অসুস্থতা বা রুগ্নতার কারণ ও বিস্তার এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে।

এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি শাখা-প্রশাখা রয়েছে যা নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে, যেমন-

- সাহিত্যের সমাজবিজ্ঞান Sociology of Literature
- ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান Historical Sociology
- গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান Rural Sociology
- আইনের সমাজবিজ্ঞান Sociology of Law
- শিক্ষার সমাজবিজ্ঞান Sociology of Education
- বিপর্যয়ের সমাজবিজ্ঞান Sociology of Disaster
- সংগঠনের সমাজবিজ্ঞান Sociology of Organization

সারাংশ

প্রকৃতি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানা প্রশ্ন ও তার বিশ্লেষণ। সমাজস্থ মানুষের জৈবিক সত্ত্বা সমাজের পরিসরে কিভাবে নতুন করে নির্মিত হয় তা সমাজবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে। সংস্কৃতি মানুষকে প্রাকৃতিক বিশ্ব থেকে করেছে আলাদা। প্রকৃতি, জৈবসত্ত্বা ও সংস্কৃতি -এ তিনটি বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে সমাজবিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে। নারী-পুরুষের জৈবিক ভিন্নতাকে সমাজ যেভাবে নির্মাণ করে তা সমাজবিজ্ঞানের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

আমরা অনেক কিছু যাকে ব্যক্তিগত বা নিয়তির ব্যাপারে বলে জানি তা তৈরি হয় সমাজকাঠামোর দ্বারা। সমাজবিজ্ঞান ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা প্রপঞ্চকে বুঝতে চেষ্টা করে বৃহত্তর কাঠামোগত পরিসরে। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি তাই বিস্তারমান।

সমাজবিজ্ঞানের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কোন পরিসর নেই। তবে সমাজবিজ্ঞানের মৌল দৃষ্টিকোণ হচ্ছে ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর পরিপ্রেক্ষিতে চর্চা করা। সমাজবিজ্ঞানের পরিধিকে বুঝতে হলে দেখতে হবে সমাজবিজ্ঞান কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো ও সমাজের স্তরবিন্যাস, সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দিকে এটি দৃষ্টিপাত করে থাকে।

বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে এবং এ সকল শাখা-প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে কেবল সমাজ অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়াসে। অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান, গণমাধ্যমের সমাজবিজ্ঞান, নগর সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও রোগের সমাজবিজ্ঞান, শিল্প সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি হল সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা-প্রশাখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য?
   ক. সমাজবিজ্ঞান জটিল সমাজকে অধ্যয়ন করে
   খ. সমাজবিজ্ঞান আদিম সমাজকে গবেষণা করে না
   গ. সমাজবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিসর রয়েছে
   ঘ. ক ও খ উভয়ই

২. কোনটির অধ্যয়ন সমাজবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?
   ক. সংস্কৃতি খ. স্বাস্থ্য
   গ. গণমাধ্যম ঘ. লিঙ্গ

৩. সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রও হয়েছে .....।
   ক. ক্রমহ্রাসমান খ.হ্রাসমান
   গ. অপ্রসারিত ঘ. বিস্তৃত

৪. সমাজবিজ্ঞান নিচের কোনটিকে অধ্যয়ন করে ?
   ক. সমাজের একটি অংশকে খ. সমাজের অপেক্ষাকৃত বড় অংশকে
   গ. সমগ্র মানব সমাজকে ঘ. ক ও খ উভয়ই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পনা কি ?

২. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানের পরিধি ও তার শাখা-প্রশাখা আলোচনা করুন।

২. "সমাজবিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিসর নেই।"- উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৪

সমাজবিজ্ঞানের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক
Relation between Sociology and other Disciplines

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক বিজ্ঞানের ধারণা*
- *রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও সমাজবিজ্ঞানের সাথে এ সকল শাখার সম্পর্ক।*

ভূমিকা

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে যে বিভাজন তা কৃত্রিম এবং গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজবিজ্ঞানী হোম্যানস George e. Homans মনে করেন প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞানী কোন না কোন ভাবে মানুষ বা প্রাণীর আচরণ চর্চার সাথে যুক্ত। সমাজবিজ্ঞানী ইম্যানুয়েল ওয়ালারস্টাইন I. Wallerstein এর মতে সামাজিক বিজ্ঞানের ভাগগুলো তৈরি হয়েছিল ঔপনিবেশিক যুগে এবং এর কোন যথার্থতা নেই। সমাজ, মানুষ এবং অর্থনীতি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা এক সমগ্র যার মধ্যে জ্ঞানগত কোন বিভাজন নেই। তাই সামাজিক বিজ্ঞানগুলো-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা হিসাবে বিকাশ লাভ করার জন্য প্রত্যেকটি শাখার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান Political Science

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক শাখা হিসাবে রাজনৈতিক প্রপঞ্চ বা সংগঠন এবং রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম এবং জনগণের এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ক্ষমতার অধ্যয়নও বলা যায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক শাখা হিসেবে রাজনৈতিক প্রপঞ্চ বা সংগঠন এবং রাষ্ট্র সরকার, রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম এবং জনগণের এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে।

রাজনীতির অধ্যয়ন বেশ প্রাচীন। এর মূল খুঁজে পাওয়া যায় প্লেটো ও এ্যারিস্টোটলের লেখায়। তবে সংগঠিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে সম্প্রতি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ছিল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, চরিত্র ও সংগঠন এবং এটি কিভাবে গতিশীল তার আলোচনায়।

যেহেতু বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রের পরিধি বেশ বিস্তৃত, ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচনা হয়েছে প্রশস্ততর। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে সমাজতন্ত্র ও নাৎসীবাদের বিকাশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ক্ষমতার উপর দৃষ্টি প্রদান করতে বাধ্য করে। এই সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হয়ে পড়ল রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস। ১৯৫৩ সালে ডেভিড ইষ্টন David Easton কোন সম্প্রদায়ে বা কমিউনিটিতে সম্পদের কর্তৃত্ব বন্টনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বলে উল্লেখ করেন।

১৯৫০ সাল হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আচরণবাদ Behaviourism দ্বারা প্রভাবিত যা অভিজ্ঞতালব্ধ প্রপঞ্চের গবেষণায় যেমন- ভোট সম্পর্কিত আচরণ, রাজনৈতিক দল, স্বার্থ-সম্পর্কিত দল,

আইন-প্রণয়ন কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন প্রক্রিয়া, কর্তৃত্বপরায়ণতা, রাজনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদিতে মনোযোগ স্থাপন করে।

দুই দশকের প্রগাঢ় গবেষণার পর এটি স্পষ্ট হয়েছিল যে, আচরণবাদ রাজনৈতিক আচরণের পর্যাপ্ত তত্ত্ব তৈরীতে ব্যর্থ। নতুন মডেলগুলো যেমন-কাঠামোবাদী ক্রিয়াবাদ, সিস্টেম বা ব্যবস্থাতত্ত্ব, যৌক্তিক পছন্দ তত্ত্ব তেমন বেশ সাফল্য ছাড়াই ব্যবহৃত হয়েছে।

যদিও প্রাচীন পরাদার্শনিক মূল্যবোধ এবং ভাবাদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশে কাজ করেছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিজ্ঞানের মর্যাদা অর্জন করেনি। যা একে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে তা হল এটির ক্রমাগত নতুন ঘটনার অনুসন্ধান, নতুন ধরনের বিশ্লেষণ এবং শ্রেয়তর তত্ত্বের নির্মাণ।

সমাজবিজ্ঞান যেখানে রাষ্ট্রকে দেখে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র বা ক্ষমতাকে আলোচনার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হিসেবে দেখে

রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাপক যোগাযোগ থেকে। আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম, রাজনৈতিক কর্মীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জনগণ কিভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাস অর্জন করে তা রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা আলোচনা করে থাকেন, যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা করেন না। বর্তমানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্যবোধ, আমলাতন্ত্রে সিদ্ধান্ত-প্রণয়ন, র‍্যাডিক্যাল মুভমেন্টের সদস্যপদ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানীদের সাথে তেমন বড় কোন পার্থক্য নেই এখন। তবে একথা প্রযোজ্য যে, সমাজবিজ্ঞানের পরিধি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চেয়ে ব্যাপক এবং উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পরস্পর থেকে ভিন্নতর। সমাজবিজ্ঞান যেখানে রাষ্ট্রকে দেখে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে, সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র বা ক্ষমতাকে আলোচনার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হিসাবে দেখে।

নৃবিজ্ঞান Anthropology

নৃবিজ্ঞান মানুষের উদ্ভব, আচরণ, সমাজ কাঠামো এবং সামগ্রিক সংস্কৃতিকে অনুসন্ধান করে।

নর ও নারীর অধ্যয়নই হচ্ছে নৃবিজ্ঞান। এটি দু'টি গ্রীক শব্দ Anthropos (মানুষ) এবং logia(পাঠ) হতে উদ্ভূত। নৃবিজ্ঞান মানুষের উদ্ভব, আচরণ, সামাজিক কাঠামো এবং সামগ্রিক সংস্কৃতিকে অনুসন্ধান করে।

গত দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের প্রকৃতি ও বর্তমানে তার অবস্থান সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত কৌশলে সমগ্র বিশ্ব হতে তথ্য সংগ্রহ করে আসছেন। অতীতে মানব ও বস্তুর অনুসন্ধানে তাঁরা ভূগর্ভ খনন করে জীবাশ্ম অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরা পৃথিবীর আদিম মানুষ এবং তাঁদের বৈচিত্র্যময় ও বিস্তৃত সংস্কৃতির অধ্যয়ন করেন। এখন তাঁরা আধুনিক মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির অধ্যয়নেও এগিয়ে এসেছেন।

নৃবিজ্ঞান যেখানে মানুষ ও সমাজকে দেখে ক্ষুদ্র পর্যায়ে যেখানে সমাজবিজ্ঞান মানুষ ও সমাজকে অধ্যয়ন করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

নৃবিজ্ঞানের দু'টি ভাগ রয়েছে। যথা - দৈহিক নৃবিজ্ঞান Physical Anthropology ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান Cultural Anthropology। দৈহিক নৃবিজ্ঞান মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, তার উৎপত্তি ও বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। নৃবিজ্ঞানের এই শাখাটি সামাজিক বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। পক্ষান্তরে, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হল মানুষের সংস্কৃতি। সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনায় সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজবিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ দু'য়ের মধ্যে তুলনার প্রশ্ন আসে যখন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিজ্ঞানের তুলনা আসে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বিবাহ, পরিবার, ধর্ম, রাষ্ট্র, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি আলোচনা করে এবং গবেষণায় জাতিতত্ত্ব Ethnography, তুলনামূলক জাতিতত্ত্ব Ethnology, ভাষাতত্ত্ব Linguistics এবং প্রত্নতত্ত্ব Archeology এর সাহায্য নিয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ Cultural Anthropology মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহার করা হয় এবং একই বিষয় ব্রিটেনে ব্যবহৃত হয় সামাজিক নৃবিজ্ঞান Social Anthropology হিসাবে । নৃবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র বৈশিস্ট্য রয়েছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি Holistic Approach এবং প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ Participant-Observation নামক পদ্ধতির মধ্যে। শিল্পায়িত সমাজের বাইরে ছোট ও সরল সমাজের সামাজিক সংগঠনকে নৃবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে। সম্প্রতি সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান আধুনিক ও আধুনিকায়িত সমাজকে অধ্যয়ন করতে শুরু করেছে। ফলে এটি সমাজবিজ্ঞানের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ।
নৃবিজ্ঞান যেখানে মানুষ ও সমাজকে দেখে ক্ষুদ্র পর্যায়ে যেখানে সমাজবিজ্ঞান মানুষ ও সমাজকে অধ্যয়ন করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। পদ্ধতিগত ভিন্নতাও উভয় বিজ্ঞানে লক্ষ্যণীয়। সমাজবিজ্ঞানের প্রধান পদ্ধতি হল জরিপ Survey। অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানে প্রধানত: ব্যবহৃত হয় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষন পদ্ধতি যা নৃবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি Anthropological Method নামেও পরিচিত।

অর্থনীতি Economics

স্যামুয়েলসন Samuelson ও নরড্াউস Nordhaus (১৯৯৮)-এর মতে,
"Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among many different people."
"সমাজ মূল্যবান পণ্য উৎপাদনে অপ্রতুল সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করে এবং বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করে তা অর্থনীতি অধ্যয়ন করে।"
এই সংজ্ঞার সাথে দু'টি চিন্তা সম্পৃক্ত। একটি হল সম্পদের অপর্যাপ্ততা বা অপ্রতুলতা এবং অপরটি এই সম্পদকে দক্ষতার সাথে সমাজ কর্তৃক ব্যবহার। সত্যিকার অর্থে এই অপর্যাপ্ততা ও দক্ষতার সাথে সম্পদ ব্যবহারের রূপ ও সম্ভাবনা বোঝার জন্য অর্থনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
সমাজে যদি অসংখ্য দ্রব্যের উৎপাদন হয় এবং মানুষের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণতা পায় তাহলে সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না। মানুষকে তার চাহিদার জন্য আর ভাবতে হয় না। কর সংগ্রহের জন্য সরকারকে চেষ্টা করতে হয় না। কিন্তু সমাজে সীমাহীন চাহিদা ও অপ্রতুল সম্পদ থাকলে কেবল অর্থনীতিই পারে সেই অপ্রতুল সম্পদের সঠিক ব্যবহারের নির্দেশ দিতে। অর্থনীতির পরিসরকে দু'ভাবে দেখা যায়। যথা, মাইক্রো অর্থনীতি ও ম্যাক্রো অর্থনীতি। এ্যাডাম স্মিথকে মাইক্রো অর্থনীতির জনক বলা হয় এবং এই অর্থনীতি সাধারণত: বাজার Market, ফার্ম Firm ও গৃহস্থালী Households-এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির আচরণকে অধ্যয়ন করে। পক্ষান্তরে, ম্যাক্রো অর্থনীতি সামগ্রিক অর্থনীতির কর্মকান্ডকে আলোচনা করে।
সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কিত। কেননা সমাজ থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। মার্কস্ -এর মত কোন কোন তাত্ত্বিক মনে করেন অর্থনৈতিক ভিত্তি সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা বৈশিষ্ট্যকে তৈরি করে দেয়। অর্থনৈতিক জীবনের সমাজবিজ্ঞান অর্থনীতি কিভাবে সমাজে প্রভাব সৃষ্টি করে তা অধ্যয়ন করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সাথে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান সমস্ত সমাজকে অধ্যয়ন করে বলে এর সাথে অর্থনীতির যোগসূত্র রয়েছে।

ইতিহাস History

ইতিহাস মানুষের অতীত জীবনযাত্রা ও সমাজের বিভিন্ন চিত্র সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে থাকে। তাই একে অতীতের অধ্যয়ন বলে মনে করা হয়। সমাজের নির্ভুল চিত্র ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তুলে ধরাই হচ্ছে ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য। এর জন্য ইতিহাসবিদদের হতে হয় নিরপেক্ষ।
সমাজবিজ্ঞান উৎপত্তিকাল থেকেই ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। উভয়ের মধ্যেই মিল ও অমিল লক্ষ্যণীয়।সমাজবিজ্ঞানে ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান নামে একটি শাখা রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানকে প্রায়ই ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। সমাজের আলোচনায় ইতিহাসের বিকাশ ও পরিবর্তন জরুরী। সমাজবিজ্ঞান যেখানে অতীত ও বর্তমানকে অধ্যয়ন করে, ইতিহাস সেখানে কেবল অতীতকে চর্চা করে থাকে। সমাজবিজ্ঞানীরা বর্তমান অথবা সাম্প্রতিক অতীতের অধ্যয়নে অধিকতর আগ্রহী। ইতিহাস তার উপাত্তের জন্য ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞান ঐতিহাসিক উপাত্ত ব্যবহার করে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে। উভয়ক্ষেত্রে অমিল থাকলেও, একথা যথার্থ যে অতীতের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমাজকে

জানা সম্ভব। তবে সাম্প্রতিককালে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখা শিথিল হয়ে আসছে।

মনোবিজ্ঞান Psychology

মনোবিজ্ঞানকে মানব আচরণ এবং মানবিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চা হিসাবে অভিহিত করা হয়। মনোবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ, প্রেষণা, স্মৃতি, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, মনোভঙ্গী প্রভৃতি। মনোবিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি শাখা রয়েছে যথা- স্নায়ুবিক মনোবিজ্ঞান Neuropsychology, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান Abnormal Psychology ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান Social Psychology। সমাজবিজ্ঞানের সাথে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। সামাজিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির আচরণ কিভাবে অন্য মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয় বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করে। ফলে সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বেশ সূক্ষ। তবে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, অন্যদিকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

সারাংশ

সামাজিক বিজ্ঞান হল মানুষ বা প্রাণীর বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে বিভাজনকে কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী কৃত্রিম ও গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করেন। কেননা সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা করে বলে সমাজবিজ্ঞানের সাথে এ সকল শাখার রয়েছে মিল ও অমিল উভয়ই।

সমাজবিজ্ঞান যেখানে রাষ্ট্রকে দেখে একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র বা ক্ষমতাকে আলোচনার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু হিসাবে দেখে। এটি প্রাতিষ্ঠানিক শাখা হিসাবে রাজনৈতিক প্রপঞ্চ বা সংগঠন এবং রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম এবং জনগণের এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করে।

নর বা নারীর অধ্যয়নই হচ্ছে নৃবিজ্ঞান। এটি মানুষের উদ্ভব, আচরণ, সামাজিক কাঠামো এবং সামগ্রিক সংস্কৃতিকে অনুসন্ধান করে। নৃবিজ্ঞান মানুষ ও সমাজকে দেখে ক্ষুদ্র পর্যায়ে, আর সমাজবিজ্ঞান মানুষ ও সমাজকে অধ্যয়ন করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে।

সমাজ মূল্যবান পণ্য উৎপাদনে অপ্রতুল সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করে এবং তা বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করে তা অর্থনীতি অধ্যয়ন করে। সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতি পরস্পর সম্পর্কিত। কেননা সমাজ থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

মানুষের অতীত জীবনযাত্রা ও সমাজের বিভিন্ন চিত্র সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে ইতিহাস। উৎপত্তিকাল থেকেই সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। সমাজবিজ্ঞান যেখানে অতীত ও বর্তমানকে অধ্যয়ন করে ইতিহাস সেখানে কেবল অতীতকেই চর্চা করে থাকে। ইতিহাস তার উপাত্তের জন্য ব্যবহার করে ঐতিহাসিক পদ্ধতি। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান ঐতিহাসিক উপাত্ত ব্যবহার করে বিশ্লেষণের প্রয়োজনে।

মানব আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চা হিসাবে মনোবিজ্ঞানকে অভিহিত করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের সাথে মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা সামাজিক মনোবিজ্ঞান Social Psychology -এর সম্পর্ক বেশ নিবিড়। ব্যক্তির আচরণ কিভাবে অন্য মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয় বা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে এটি আলোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আমলাতন্ত্রের কার্যক্রম, রাজনৈতিক কর্মীদের সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জনগন কিভাবে রাজনৈতিক বিশ্বাস অর্জন করে- তা নিয়ে কে আলোচনা করে থাকেন?

ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা খ. রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা

গ. সমাজবিজ্ঞানীরা ঘ. নৃবিজ্ঞানীরা।

২. নৃবিজ্ঞানের কয়টি ভাগ রয়েছে?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি।

৩. কাকে মাইক্রো অর্থনীতি Micro Economics-এর জনক বলা হয়?

ক. রিকার্ডো খ. অমর্ত্য সেন

গ. রবার্টসন ঘ. অ্যাডাম স্মিথ

৪. সমাজের নির্ভুল চিত্র ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তুলে ধরা নিচের কোনটির উদ্দেশ্য?

ক. সমাজবিজ্ঞানের খ. নৃবিজ্ঞান

গ. রাষ্ট্র বিজ্ঞান ঘ. ইতিহাস

৫. শিক্ষণ, প্রেষণা, ব্যক্তিত্ব-ইত্যাদি কোথায় আলোচিত হয়?

ক. মনোবিজ্ঞানে খ. সমাজবিজ্ঞানে

গ. অর্থনীতিতে ঘ. উপরের কোনটিতেই নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সমাজ মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২. ইতিহাস ও অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞানের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত ? আলোচনা করুন।

পাঠ-৫

সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি
Methods in Sociology

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা*
- *সমাজবিজ্ঞানে গবেষণার বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়*
- *সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির ধারণা ও সুবিধা-অসুবিধা*

ভূমিকা

বিজ্ঞান যেসব বিষয়ের বিবরণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা তুলে ধরতে চায় তা নির্ভর করে যে পদ্ধতির মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তার উপর। পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি যে সব উপায় Technique এবং কৌশলের মাধ্যমে আমরা উপাত্ত সংগ্রহ এবং জ্ঞান অর্জন করি। প্রত্যেক বিজ্ঞানের গবেষণা এবং জ্ঞান অর্জনের নিজস্ব কৌশল রয়েছে। তবে প্রত্যেকটি বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে সাধারণ ধর্ম তাকে অনুসরণ করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বীকৃত ধারণা এবং গবেষণার নির্দিষ্ট পর্যায় ও ধাপ।

বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনটি সাধারণভাবে স্বীকৃত ধারণা রয়েছে।

এক. আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাইরে স্বতন্ত্র এবং বাস্তব বিশ্ব রয়েছে যার কিছুটা আমরা জানি এবং যার অনেক কিছুই আমরা জানিনা।

দুই. এই বিশ্বে যা কিছু বিরাজমান এবং ঘটমান তা নির্দিষ্ট কারণ এবং ফলের সম্পর্কের মধ্যে যুক্ত। জগতে যা কিছু ঘটে তার পেছনে কারণ রয়েছে।

তিন. এই বর্হিজগতের জ্ঞান আমরা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে পারি যা আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও পছন্দ-অপছন্দের সাথে যুক্ত নয় এবং যাচাইযোগ্য। যখনই দেখা যায় এটি ভ্রান্ত তখনই এটিকে বর্জন করা হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বীকৃত ধারণা এবং গবেষণার নির্দিষ্ট পর্যায় ও ধাপ।

বিজ্ঞানের যুক্তি পরম্পরা

বিজ্ঞানের কারণ-ফলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় চলক Variable নামক প্রত্যয়ের মাধ্যমে। চলক দু'ধরণের-স্বাধীন এবং নির্ভরশীল। স্বাধীন চলক সময়ের দিক থেকে আগের এবং কারণকে নির্দেশ করে। নির্ভরশীল চলক সময়ের দিক থেকে পরের এবং ফলের প্রতীক। বিজ্ঞানীরা এ দু'টি চলকের মধ্যে কারণ-ফলের সম্পর্ক খোঁজেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা উপকল্প বা Hypothesis তৈরি করেন এবং বাস্তব জগতে যাচাই করেন।

আমরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করি আমাদের পরমায়ু নিয়তি নির্ধারণ করে।কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন গড় আয়ু সামাজিক শ্রেণীর সাথে যুক্ত। শ্রেণীর সিঁড়ি বেয়ে যত নামা যায় তত গড় আয়ু কমে যায়। অন্যদিকে, শিল্পায়ন যত বেড়ে যায় তত বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যায়। সামাজিক সংহতি যত কমে যায় তত আত্মহত্যা বেড়ে যায়। যাচাই পর্যায়ে দেখা যায় কোন একটি স্বাধীন

চলক নয়, হয়ত একাধিক স্বাধীন বা মধ্যবর্তী চলক Intervening Variable ফলের সাথে যুক্ত। ফলে উপকল্পকে পরিমার্জিত করতে হয়। কখনও উপকল্প মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তখন তা বাতিল করতে হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি যুক্তিবদ্ধ প্রক্রিয়া যার কয়েকটি ধাপ বা পর্যায় রয়েছে।

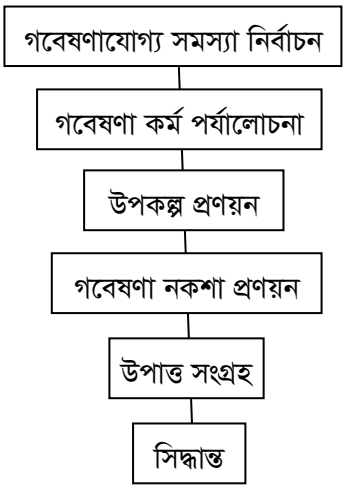

সমাজবিজ্ঞানে এই প্রক্রিয়া কিভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমরা গ্লক Charles Y. Glock এবং স্টার্ক Rodney Stark এর গবেষণার উল্লেখ করতে পারি।

এক. সমাজতাত্ত্বিক সমস্যা : ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফ্যাসীবাদী ধর্মগত সহিংস হাঙ্গামা ঘটেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে কেন এটি ঘটছে এটি ব্যাখ্যা করার জন্য বার্কলির ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন সমাজবিজ্ঞানীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দুই. পর্যালোচনা : ইহুদী এবং খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে বিরোধ পর্যালোচনা করে তাঁরা যুক্তিভিত্তিক এবং যাচাই-পূর্ব একটি তত্ত্ব তৈরি করলেন।

নিচের ছকে এটি দেখানো হল।

উপকল্প প্রণয়ন

এই তত্ত্বের প্রত্যয়গুলো হচ্ছে-

১. ধর্মীয় গোঁড়ামি Orthodoxy : খ্রীষ্ট ধর্মে গোঁড়া বিশ্বাস।

২. নির্দিষ্টবাদ Particularism : একমাত্র খ্রীস্টধর্ম খাঁটি ধর্ম এবং অন্য সমস্ত ধর্ম ভ্রান্ত।

৩. ঐতিহাসিক ইহুদীরা যীশুর 'হত্যাকারী' Historical Jews as 'crucifiers'

৪. এই বিশ্বাসগুলো মিলিত হয়ে ধর্মীয় বিরোধিতা Religious hostility তৈরি করে।

৫. এই বিরোধিতা ধর্মের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ও ইহুদী-বিরোধিতা তৈরি করে।

গবেষণা নকশা প্রণয়ন

এই তত্ত্বকে যাচাই করার জন্য গ্লক এবং স্টার্ক একটি গবেষণা নকশা প্রণয়ন করলেন। তাদের প্রশ্নমালার নমুনা তুলে ধরা হল।

কলাম ক				কলাম খ		
আপনি কি মনে করেন ইহুদীরা এরকম?				যদি ইহুদীরা এমন হয়, তবে আপনি কেমন বোধ করবেন?		
হাঁ	কিছুটা	না		বন্ধুসূলভ	অবন্ধুসূলভ	কোনটিই নয়
☐	☐	☐	ইহুদীরা ব্যয়ে বেশ কুণ্ঠাহীন এবং দান করে থাকে	☐	☐	☐
☐	☐	☐	ইহুদীরা খ্রীষ্টানদের চেয়ে বেশি ব্যবসায়ে ঠকিয়ে থাকে।	☐	☐	☐

উপাত্ত সংগ্রহ

প্রশ্নমালা তৈরি এবং যাদের উপর সমীক্ষা চালাবেন তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা স্থির করে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩০০০ লোকের উপর একটি জরিপ চালালেন।

ফলাফল বিশে- ষণ

জরিপের ভিত্তিতে প্রাপ্ত উপাত্তকে তাঁরা দু'টি চলকের মাধ্যমে তুলে ধরলেন-ধর্মীয় গোঁড়ামী (স্বাধীন চলক) এবং ইহুদী-বিরোধিতা (নির্ভরশীল চলক)।

সিদ্ধান্ত

তাঁদের প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেল যাদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামী বেশি তাদের মধ্যে ইহুদী-বিরোধিতাও বেশি।

গবেষণার সামাজিক ব্যবহার

সমাজবিজ্ঞানের মূল পদ্ধতি হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি।

গ্লক এবং স্টার্ক তাদের বিশে- ষণ থেকে অনুমান করলেন যে ১৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন জনগণ সাম্প্রদায়িক। ১৯৬৬ সালে গ্লক এবং স্টার্কের গবেষণা প্রকাশিত হবার পর তা ব্যাপক সাড়া তৈরি করল। সমাজবিজ্ঞানী দু'জনের যথেষ্ট সমালোচনা করা হল। কিন্তু গ্লক এবং স্টার্ক কথা বলছিলেন তথ্যের ভিত্তিতে। তাঁদের অবহেলা করা গেলনা। গীর্জা কর্তৃপক্ষ তাঁদের ডাকলেন এবং দু'বছর ধরে সমস্ত দেশে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুললেন।

সমাজবিজ্ঞানের মূল পদ্ধতি হচ্ছে এই ধরনের জরিপ পদ্ধতি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য পদ্ধতিরও সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতি

- **জরিপ পদ্ধতি Survey Method**

এটি একটি কৌশল যা প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার-অনুসূচী ব্যবহার করে কোন নির্দিষ্ট বা প্রতিনিধিত্বমূলক জনসংখ্যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

সুবিধা

- ❒ এই পদ্ধতির দ্বারা গবেষক উপকল্প Hypothesis কে পরীক্ষা করতে পারে।
- ❒ কারণ-ফলের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।
- ❒ সাধারণীকরণ করা সম্ভবপর।

অসুবিধা

- ❒ জরিপ জনগণের মতামত, ও মূল্যবোধকে নির্দেশ করে, তাদের আচরণকে নয়।
- ❒ জরিপ কেবলমাত্র বাহ্যিক, গভীর নয়।

● অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ Participant-Observation

এটি প্রধানত: সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পদ্ধতি যা সমাজবিজ্ঞানেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন গবেষক কোন ছোট জনগোষ্ঠী-উপজাতির অংশের মধ্যে বা একটি গ্রামে নয় মাস বা তার অধিকাল সময় ধরে বসবাস করে ঐ জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক, জীবনাচরণ এবং দ্বন্দ্ব সংহতি বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা অর্জন করেন এবং প্রকাশ করেন।

সুবিধা

- ❑ গবেষক স্বাভাবিক আচরণগত রূপকে গভীরভাবে দেখতে পান।
- ❑ গবেষক সামাজিক জীবনের নতুন প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করতে পারেন।

অসুবিধা

- ❑ প্রাপ্ত ফলাফল উদ্দেশ্যভিত্তিক।
- ❑ সাধারণীকরণ করা সম্ভব নয়।
- ❑ গবেষকের পক্ষপাত প্রাপ্ত ফলাফলকে বিকৃত করতে পারে।

● পরীক্ষণ পদ্ধতি Experimental Method

কারণ ও ফলাফলের একটি নিয়মভিত্তিক ও নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধান হচ্ছে পরীক্ষণ পদ্ধতি। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী দু'টি দলকে Control group এবং Experimental group নামে অভিহিত করে কোন স্বাধীন চলকের সাথে পরীক্ষামূলক দলের সম্পর্ক তৈরি করে দেখা হয় তা Control group এর তুলনায় কত বেশি ভিন্নতা [পরীক্ষামূলক দলে] তৈরি করতে পেরেছে। এই পরিবর্তন স্বাধীন চলকের অবদান।

সুবিধা

- ❒ ফলাফল এখানে স্পষ্ট।
- ❒ সত্যতা নিরূপণে পুনরায় গবেষণা সম্ভব।

অসুবিধা

- এ পদ্ধতির ব্যবহার সমাজবিজ্ঞানে খুব সীমাবদ্ধ।
- আচরণ পরীক্ষাগার এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ভিন্নতর হতে পারে।

ইদানিংকালে সমাজবিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ এবং গুণগত পদ্ধতির পর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ১৯৭০ সালের পূর্বে মনে করা হত সমাজবিজ্ঞান হবে পদ্ধতিগতভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত যা দৃষ্টবাদ Positivism -এ বিশ্বাসী। এর পর অনেক গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলোর একটি বিশাল তালিকা দেওয়া হয়। এর অধিকাংশই সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি নয়। পরিসংখ্যান জ্ঞানের একটি শাখা এবং গণিতের মত বিজ্ঞানের একটি ভাষা। সব বিজ্ঞানই একে ব্যবহার করে। ঐতিহাসিক পদ্ধতি ইতিহাসের একটি পদ্ধতি এবং কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানীরা এর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। ইতিহাসের উপাত্ত ব্যবহার করে গবেষণার অর্থ এই নয় যে, সেটিতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞান যদি বিজ্ঞান হয় তবে দার্শনিক পদ্ধতি আর পদ্ধতি হতে পারে না। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন সমাজ এবং সময়ের প্রপঞ্চও নিয়ে চর্চা করে। ফলে সমাজবিজ্ঞানে তুলনার বিষয়টি গ্রোথিত। এর জন্য নতুন কোন পদ্ধতির প্রয়োজন নেই।

সমাজবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত গবেষণায় বহুধাবাদ Methodological Pluralism তৈরি হয়েছে। বলা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের জন্য কোন ইস্পাত কঠিন ছক নেই। আমরা নানা ভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। কখনও কখনও জ্ঞান অর্জনের বিকল্প পদ্ধতিগুলো অনেক বেশি ফলবান হয়। এর ফলে সমাজবিজ্ঞানে নানা গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ Participant-Observation, দ্রুত গ্রামীণ অবস্থা নির্ণয় Rapid Rural Appraisal, অংশগ্রহণমূলক দ্রুত অবস্থা নির্ণয় Participatory Rapid Appraisal, ফোকাস দল আলোচনা Focus Group Discussion, গভীর সাক্ষাৎকার In-Depth Interview প্রভৃতি নানা ধরনের গবেষণা কৌশল এখন সমাজবিজ্ঞানে জনপ্রিয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যে সুবিধা তা অবশ্য এই কৌশলগুলো থেকে সবটুকু পাওয়া যায় না।

সারাংশ

পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি যে সব উপায় এবং কৌশলের মাধ্যমে আমরা উপাত্ত সংগ্রহ ও জ্ঞান অর্জন করি। প্রত্যেক বিজ্ঞানের গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য রয়েছে নিজস্ব কৌশল। এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বীকৃত ধারণা এবং গবেষণার নির্দিষ্ট পর্যায় ও ধাপ। বিজ্ঞানে কারণ ও ফলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় স্বাধীন ও নির্ভরশীল নামক দু'ধরনের চলকের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা উপকল্প প্রণয়ন করে বাস্তব জগতে যাচাই করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি একটি যুক্তিবদ্ধ প্রক্রিয়া যার রয়েছে কয়েকটি ধাপ বা পর্যায়। এগুলো হল-গবেষণাযোগ্য সমস্যা নির্বাচণ, গবেষণা-কর্ম পর্যালোচনা, উপকল্প প্রণয়ন, গবেষণা-নকশা প্রণয়ন, উপাত্ত সংগ্রহ, ফলাফল বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত।

সমাজবিজ্ঞানের মূল পদ্ধতি হচ্ছে জরিপ পদ্ধতি। জরিপ পদ্ধতিতে প্রশ্নমালা বা সাক্ষাৎকার অনুসূচী ব্যবহার করে প্রতিনিধিত্বমূলক কোন জনসংখ্যা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সমাজবিজ্ঞান অন্যান্য পদ্ধতিরও সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। ইদানিংকালে সমাজবিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ও গুণগত পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে গবেষক গভীর অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করেন। তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করা সম্ভব নয়। সত্যতা

নিরূপনে পূণরায় গবেষণা সম্ভব এমন একটি পদ্ধতি হল পরীক্ষণ পদ্ধতি যা হচ্ছে কারণ ও ফলাফলের একটি নিয়মভিত্তিক ও নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. নিচের কোন ক্ষেত্রে আচরণগত তথ্যের পর্যাপ্ততা দুর্লভ ?

ক. পরীক্ষণ পদ্ধতি — খ. জরিপ পদ্ধতি

গ. অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ — ঘ. ঐতিহাসিক উৎস

২. কোন পদ্ধতির দ্বারা গবেষক প্রকল্পকে পরীক্ষা করতে পারে?

ক. জরিপ — খ. ঐতিহাসিক

গ. অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ — ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. পরীক্ষণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?

ক. ফলাফল এখানে স্পষ্ট এবং একাধিক অর্থবিহীন

খ. গবেষকের পক্ষপাত প্রাপ্ত ফলাফলকে বিকৃত করে

গ. স্বাভাবিক আচরণগত গভীর দৃষ্টিভঙ্গী গবেষক এখানে দেখতে পান

ঘ. উপরের সবগুলো

৪. গবেষণাকে পর্যাপ্ত তথ্যের উপর অবশ্যই নির্ভর করতে হয় নিচের কোন ক্ষেত্রে উক্তিটি প্রযোজ্য ?

ক. পরীক্ষণ পদ্ধতি — খ. ঐতিহাসিক পাঠ

গ. জরিপ পদ্ধতি — ঘ. অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধান ধাপগুলো কি কি ?

২. সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুণগত পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো কি কি? যে কোন তিনটি পদ্ধতি আলোচনা করুন।

২. সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর সুবিধা-অসুবিধা আলোচনা করুন।

পাঠ-৬

সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয়সমূহ
Some Primary Concepts of Sociology: Society, Community, Association, Institution, Group, Norms, Values.

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সমাজের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য*
- *সম্প্রদায়ের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য*
- *সংঘ, প্রতিষ্ঠান, সামাজিক দল, শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা*

ভূমিকা

প্রত্যেকটি বিজ্ঞানেরই নিজস্ব কিছু প্রত্যয় রয়েছে যা ঐ বিজ্ঞানকে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে থাকে। ঠিক একইভাবে, সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নে আমরা প্রায়ই যে সকল প্রত্যয় ব্যবহার করি তাদের মধ্যে অন্যতম হল সমাজ, সম্প্রদায়, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, দল, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ। সমাজবিজ্ঞানে এ প্রত্যয়গুলোর প্রত্যেকটিরই সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে যার ফলে সমাজবিজ্ঞানকে বোঝা হয়েছে সহজতর। নিচে প্রত্যয়গুলো আলোচনা করা হলো।

সমাজ Society

আমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় প্রায়ই 'সমাজ' কথাটি ব্যবহার করি বিভিন্নার্থে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন খুব নির্দিষ্ট অর্থে যেখানে সমাজ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন জনসমষ্টি যারা একই ভূখন্ডে, একই সংস্কৃতির মধ্যে থেকে একে অপরের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

- ❒ একটি সমাজ খুব ক্ষুদ্রকায় বা বৃহদাকার হতে পারে। উদাহরণ: আফ্রিকার বুশমেন বা পিগমি সমাজ, বাংলাদেশ, এশীয় সমাজ, বৈশ্বিক সমাজ।
- ❒ সমাজকে স্বনির্ভর হতে হবে অর্থাৎ এক সমাজ অন্য সমাজের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারবে।

- সমাজের সদস্যরা একই সংস্কৃতির অনুসারী যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রসারিত হয়। তাদের থাকে একই ভাষা, একই ঐতিহ্যের চেতনা, শ্রেয়োবোধ ও বিশ্বাস।
- সমাজের সদস্যরা একে অপরের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

সময়ের পরিবর্তনে সমাজের সংজ্ঞাদানে সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীকরণ করলেও অধিকতর ব্যবহার্য শ্রেণীকরণটি হচ্ছে শিকার-সংগ্রহ সমাজ, উদ্যানচাষ সমাজ, কৃষি সমাজ, শিল্পসমাজ এবং উত্তর-শিল্প বা উত্তর-আধুনিক সমাজ।

সম্প্রদায় Community

'সম্প্রদায়' প্রত্যয়টি বেশ বিতর্কমূলক। হিলারী Hillery ১৯৫৫ সালে ৯৪টি সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে মিল ছিল সামান্য। তা সত্ত্বেও এর তিন ধরনের সংজ্ঞা রয়েছে।

- জনপদ হিসাবে সম্প্রদায় ঃ সাধারণ অর্থে কোন ভৌগলিক সীমারেখায় বসবাসকারী একটি জনসমষ্টিকে সম্প্রদায় বলে। এটি সামাজিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার উপর দৃষ্টিপাত করে না বলে এই সংজ্ঞা সমাজবিজ্ঞানে যথার্থ নয়।
- স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে সম্প্রদায় ঃ প্রায়ই সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কের গভীরতার উপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা হয়। গ্রাম সম্প্রদায়ে বাসিন্দাদের মধ্যে গভীর মুখোমুখি সম্পর্কের বন্ধন বিরাজ করে।
- গোষ্ঠীগত চৈতন্যের আঁধার হিসাবে সম্প্রদায়।
- সর্বসম্মতভাবে সম্প্রদায়কে নিম্নোক্ত আলোকে দেখা যায়।
    ১. সম্প্রদায় বলতে বোঝায় স্থানীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষ যাদের মধ্যে ঘনিষ্ট পরিচয় এবং সম্পর্ক রয়েছে। একটি পাড়া হচ্ছে সম্প্রদায়ের সবচেয়ে ছোট রূপ। ছোট শহর এর সবচেয়ে বড় আকার।
    ২. স্থানীয় সম্প্রদায় বড় সমাজেরই একটি ছোট রূপ, কেননা সমাজের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্প্রদায়কে করতে হয়।
    ৩. সম্প্রদায়ের রয়েছে সাধারণ সংঘবদ্ধতা ও আত্মপরিচয় বা সম্প্রদায়ের চেতনা।

সংঘ Association

সংঘ হচ্ছে এমন একটি দল যা সৃষ্টি হয় এক বা একাধিক স্বার্থ অনুসরণ করার জন্য। এর সদস্যপদ ঐচ্ছিক। এর বিপরীতে রয়েছে পরিবার, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, বয়:গোষ্ঠী প্রভৃতি দল। সমাজবিজ্ঞানে সংঘ শব্দটি এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এর বদলে সমাজবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠান Institution প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়।

প্রতিষ্ঠান Institution

রিচার্ড জেলিস এবং এ্যান লেভিনের মতে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শ্রেয়োবোধ, মূল্যবোধ, অবস্থান, ভূমিকা, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক স্থায়ী রূপ যা সমাজ জীবনের কোন বিশেষ এলাকায় আচরণের একটি কাঠামো নির্মাণ করে।

Social institutions are relatively stable sets of norms and values, statuses and roles and groups and organizations that provide a structure for behaviour in a particular area of social life.

আধুনিক সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে পরিবার, শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি এবং অর্থনীতি। সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো পরস্পর সংযুক্ত। দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব কাজকর্মকে বিন্যস্ত বা রূপ দান করে এই প্রতিষ্ঠানগুলো। প্রতিষ্ঠান সমাজকে স্থিতিশীলতা দান করে। এর অর্থ এই নয় যে, প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনশীল নয়। প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক দল Social group

Oxford Concise Dictionary of Sociology অনুযায়ী সামাজিক দল হচ্ছে এমন "কিছু ব্যক্তিবর্গ যাদের একই গোষ্ঠীতে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সদস্যপদ রয়েছে এবং যারা একাত্মতা বোধ করে বা যাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার স্থিতিশীল ছক বিরাজ করে।"

"A number of individuals, defined by formal or informal criteria of membership, who share a feeling of unity or are bound together in relatively stable patterns of interaction."

দলকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, মুখ্য দল ও গৌণ দল।

মুখ্য দল

১৯০৯ সালে মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী চার্লস কুলী মুখ্য দল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। মুখ্য দল বলতে তিনি বুঝিয়েছেন এমন একটি ছোট গোষ্ঠী যাদের মধ্যে মুখোমুখি, অন্তরঙ্গ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে। এর উদাহরণ হচ্ছে পরিবার, খেলার সাথী ইত্যাদি।

গৌণ দল

গৌণ দল সীমাবদ্ধ, লক্ষ্যকেন্দ্রিক এবং আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কর্মক্ষেত্রে প্রধানত: এই ধরনের দলের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে মুখোমুখি সম্পর্ক প্রয়োজন হয় না।

শ্রেয়োবোধ Norms

সংস্কৃতির একটি বড় অংশ হল শ্রেয়োবোধ ব্যবস্থা। মূল্যবোধ যেখানে আচরণ মূল্যায়ণে সাধারণ পথ নির্দেশক, শ্রেয়োবোধ সেখানে বেশ সুনির্দিষ্ট এবং পরিস্থিতিগত। কোন পরিস্থিতিতে কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয় তার সুবিন্যস্ত নিয়ম-কানুন হচ্ছে শ্রেয়োবোধ।

শ্রেয়োবোধের সামাজিক বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সর্বদা জনগণের উপর দৃঢ় সামাজিক চাপ থাকে তা মেনে চলার ক্ষেত্রে। কিন্তু যদিও সকল সময়ে সকল শ্রেয়োবোধ পালনে আমরা বাধ্য থাকি, তথাপিও কোন উপলক্ষে আমাদের মধ্যে প্রবণতা থাকে তার বিরুদ্ধাচারণে।
সাধারণত: চার ধরনের মৌলিক শ্রেয়োবোধ লক্ষ্যণীয়। যথা-অবধারণামূলক Cognitive, নৈতিক Moral, ঐতিহ্যগত Conventional এবং নান্দনিক Aesthetic শ্রেয়োবোধ।

- অবধারণামূলক শ্রেয়োবোধ প্রক্রিয়াগত নিয়ম যা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পালনীয়।

- ❒ নৈতিক শ্রেয়োবোধ জনগণ কি করবে আর কি করবে না তা সংজ্ঞায়িত করে। যেমন- প্রয়োজনে পিতা-মাতার যত্ন নেওয়া।
- ❒ ঐতিহ্যগত শ্রেয়োবোধ চর্চা করা হয় এবং জনগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করতে চায়। উদাহরণ– জাপানী সমাজে জুতো খুলে গৃহে প্রবেশ।
- ❒ নান্দনিক শ্রেয়োবোধ সমাজে আদর্শগত রুচি ও সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে। উদাহরণ– কাপড়ের রং নির্বাচন, হালকা-পাতলা বা স্থূল দেহের নারী মডেল।

মূল্যবোধ Values

সমাজের শ্রেয়োবোধের প্রকাশভঙ্গিই হচ্ছে মূল্যবোধ যা কোনটি ভাল, সার্থক ও আকাঙ্ক্ষিত– তা সম্পর্কে সামাজিক চিন্তা তুলে ধরে। কোন সংস্কৃতির মধ্যে বিদ্যমান ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার আদর্শিক নমুনাই হচ্ছে মূল্যবোধ। এই আদর্শিক নমুনা কোন খাদ্য খেতে হবে, কাকে বিয়ে করতে হবে, বিয়ের পূর্বে প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক থাকবে কি না প্রভৃতিতে সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সহায়তা করে। মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধের মধ্যে পার্থক্য হল মূল্যবোধ যেখানে বিমূর্ত ও সাধারণ প্রত্যয় সেখানে শ্রেয়োবোধ কোন বিশেষ সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আচরণগত নিয়ম বা পথ নির্দেশক।

- ❒ মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। মূল্যবোধ দুর্বল অথবা দৃঢ় হতে পারে। ফলে এর দৃঢ়তাকে পরিমাপ করা যায়।
- ❒ মূল্যবোধ জীবনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে।
- ❒ মূল্যবোধ এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে ভিন্ন হতে পারে। একদল যা গ্রহণযোগ্য মনে করে অন্যদল তা নাও মনে করতে পারে।

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রেখেছে এমন কতকগুলো প্রত্যয়ের অন্যতম হল সমাজ, সম্প্রদায়, সংঘ, প্রতিষ্ঠান, দল, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ। এ প্রত্যয়গুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে সুনির্দিষ্ট অর্থ যার দ্বারা সমাজবিজ্ঞানকে বোঝা হয়েছে সহজতর।

সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজকে দেখেন অপেক্ষাকৃত স্বাধীন জনসমষ্টি হিসাবে যারা একই ভূ-খন্ডে, একই সংস্কৃতির মধ্যে থেকে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। আর সম্প্রদায় হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের স্থানীয় এলাকার ক্ষুদ্র প্রতিনিধিত্বকারী জনসমষ্টি যাদের মধ্যে থাকবে সাধারণ সংহতির অনুভূতি অথবা সম্প্রদায়গত প্রেরণা। সংঘকে বলা যায়, কৃত্রিম দল যার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রয়েছে এবং যার সৃষ্টি হয় এক বা একাধিক স্বার্থ অনুসরণ করার জন্য। শ্রেয়োবোধ, মূল্যবোধ, অবস্থান, ভূমিকা, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক স্থায়ী রূপকে বলা হয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা সমাজজীবনের বিশেষ এলাকায় আচরণের একটি কাঠামো নির্মাণ করে। সামাজিক দলকে বলা যায় কিছু ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যাদের একই গোষ্ঠীতে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সদস্যপদ রয়েছে এবং যারা একাত্মতা অনুভব করে বা যাদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার স্থিতি বিরাজ করে। এখানে উল্লেখ্য, মূল্যবোধ যেখানে আচরণ মূল্যায়নে সাধারণ পথনির্দেশক, শ্রেয়োবোধ সেখানে অধিকতর

সুনির্দিষ্ট ও পরিস্থিতিগত। কেননা কোন পরিবেশে কি করা উচিৎ, আর কি করা অনুচিৎ তার বিন্যস্ত নিয়ম-কানুনই হচ্ছে শ্রেয়োবোধ। আর সমাজের এই শ্রেয়োবোধের বিমূর্ত রূপই মূল্যবোধ যা কোনটি ভাল, সঠিক ও আকাঙ্ক্ষিত– তার সম্পর্কে সামাজিক চিন্তাকে প্রকাশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. 'মুখ্য দল' শব্দটি কে প্রথম প্রয়োগ করেন?

ক. হাবার্ট স্পেনসর — খ. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন

গ. সিগমন্ড ফ্রয়েড — ঘ. চার্লস কুলী

২. 'জাপানী সমাজে জুতা খুলে গৃহে প্রবেশ'– এটি নিচের কোনটির উদাহরণ?

ক. মূল্যবোধ — খ. শ্রেয়োবোধ

গ. উভয়ই — ঘ. কোনটিই নয়

৩. নিচের কোনটির সদস্যরা একে অপরের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে?

ক. সম্প্রদায় — খ. সমাজ

গ. প্রতিষ্ঠান — ঘ. সামাজিক দল

৪. সম্প্রদায়ের সর্বনিম্ন সীমার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ কোনটি?

ক. পাড়া — খ. গ্রাম

গ. শহর — ঘ. কোনটিই নয়

৫. নিচের কোনটি কৃত্রিম দল যার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ রয়েছে?

ক. প্রতিষ্ঠান — খ. সংঘ

গ. দল — ঘ. ক ও খ উভয়ই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. দল কি ? দলের ভাগগুলো কি কি ?

২. সংঘ বলতে কি বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক প্রত্যয় সমূহ কি কি? সমাজ, সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান– এ তিনটি প্রত্যয়ের বিশদ আলোচনা করুন।

২. সামাজিক দল, মূল্যবোধ ও শ্রেয়োবোধ বলতে কি বোঝেন ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।